ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 021 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২১ ● কলকাতা ● ০৭ মাঘ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুর যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে এই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক সভা ও জনসভা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশের তরফে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই সূত্রে এর খবর।যদিও সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে কংর্মসংস্থান নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও বার্তা দিতে শোনা যায়নি নরেন্দ্র মোদিকে। মোদির সভারদ একদিন পরে সেখানেই ঘোষণা করা হল মমতার কর্মসূচি।প্রসঙ্গত, গত রবিবারই সিঙ্গুরে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার ঠিক ১ দিন পরেই ঘোষণা করা হল মমতার সিঙ্গুর সফরের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 180

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আত্মার আনন্দ একত্র করাতে নেই, জোড়াতে নেই, জমা করাতে নেই। সর্বদা বিতরণ করাতেই আত্মার আনন্দ মেলে। জমা করা ধন শরীরকে সুখ দিতে পারে, কারণ শরীর আর ধন দুটোই বিনাশশীল। এক বিনাশশীল অন্য বিনাশশীলকে অবশ্যই সুখী করতে পারে। এইজন্যই বিভিন্ন ধর্মে দানকে মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে ধন জমা করে আপনি জীবনে শরীর-সুখ তো প্রাপ্ত করবেনই,

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়াল তৃণমূল, জামবনি থেকে বিজেপিকে তোপ সায়নী ঘোষের

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অধিকার—এই তিনটি প্রশ্নকে সামনে রেখেই ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং জনস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিনপুর বিধানসভার জামবনি ব্লকের পড়িহাটিতে আয়োজিত জনসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক ও দলের জেলা নেতৃত্ব। জনসভা মঞ্চ থেকে সায়নী ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, "বাংলার জন্য বিজেপি আদৌ কী করেছে?" তাঁর অভিযোগ, আজ বাংলা ভাষায় কথা বললেই মানুষকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বাস্তবে হচ্ছে শুধু কয়েকজন শিল্পপতির বিকাশ, আর দেশের গণতন্ত্রের ক্রমাগত ক্ষয়।সায়নী ঘোষ বলেন, "বাংলাকে মধ্যপ্রদেশ, বিহার বা উত্তরপ্রদেশ ভেবে নেওয়ার ভুল করবেন না। বাংলা আমার বাংলা রবে—এই মাটিতে খেলা হবে।" তিনি আরও বলেন, যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীদের অবমাননা করে, তাদের হাতে বাংলার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল সাংসদ বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ মহিলার হাতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা তুলে দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, একদিকে রাজ্য কাজ করছে, অন্যদিকে কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগে সায়নী ঘোষ বলেন, প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা এখনও রাজ্যের কাছে বকেয়া। একশো দিনের কাজ, মিড-ডে মিল, আবাস যোজনা, সর্বশিক্ষা অভিযান ও গ্রামীণ রাস্তার প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, "এখানে কাজ করবে রাজ্য সরকার, আর কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করবে কেন্দ্র—এটা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।" ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ধর্ম বাংলার মানুষের কাছে বিভেদের হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি ইডি, সিবিআই ও এনআইএ ব্যবহার করে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগও তোলেন তিনি।এদিনের সভায় চারজন নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সোরেন, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন বীরবাহা সোরেন টুডু, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল দত্ত সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

বিজেপির সর্বভারতীয় দলের শপথ নিতিন নবীন

বেবি চক্রবর্ত্তী

গতকাল নাম জানানো পর শপথ নিলেন মঙ্গলবার। বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি হিসাবে এদিন শপথ নিলেন নিতিন নবীন। শুধু নামে নবীন নয়, বয়সেও তিনি নবীন। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন - 'বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের সভাপতিকে ১০০ শতাংশ গণতান্ত্রিকবেছে নেওয়া হলো। জনসেবা আর রাষ্ট্রসেবার উপর ভিত্তি করেই চলে আমাদের

সংগঠন। আদবানি, বাজপেয়ী, মুরলী মনোহর যোশীর নেতৃত্বে বিজেপি শূন্য থেকে বিপুল উচ্চতায় পৌঁছেছে। জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত বিজেপি নিজেদের হাত শক্ত করেছে। ভারী সুন্দর

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য বিজেপির শাখায় ব্রাত্য হচ্ছেন কি শুভেন্দু ?

বেবি চক্রবর্ত্তী

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তৈরি হয়েছে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রধান। রাজ্য সভাপতি শমীকে ভট্টাচার্য কিছুটা কৌশল করেই শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামীদের দুরে রাখলেন। মহিলা মোর্চার ইনচার্জ করা হয়েছে প্রাক্তন তারকা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। লকেট আগে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ছিলেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি ফের নতুন গুরু দায়িত্ব পেলেন তিনি। যুব মোর্চার ইনচার্জ পদে আনা হয়েছে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে। দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন সৌমিত্র ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি। বিষ্ণুপুরের দু'বারের সাংসদকে এবার বসানো হল বর্তমান যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র উপর। দলের আরেক রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে তফসিলি মোর্চার ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু মোর্চার ইনচার্জ করা হল দলের রাজ্যস্তরের নেতা অমিতাভ রায়কে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি হওয়ার পরেই শমীকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবার পুরোনোদের দলে ভালো দায়িত্ব দিয়ে ফিরিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি এবারও আদি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বিজেপির সর্বভারতীয় দলের শপথ নিতিন নবীন

করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বিজেপির একজন কার্যকর্তা।' দলের ক্ষেত্রে আমি কার্যকর্তা, আর নিতিন নবীন আমার বস।

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এতদিন নিতিনকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে নিতিন নিষ্ঠা সহকরে তা পালন করেছে। নিতিন নবীন সেই প্রজন্মের মানুষ, যিনি ছেলেবেলায় রেডিও দেখেছেন, আর বর্তমানে এআই ব্যবহার করছেন। বিজেপি এক সংস্কার, এক পরিবার। এই দলে মেম্বারশিপের থেকে বেশি রিলেশনশিপ রয়েছে। নেতৃত্ব বদলায় কিন্তু দিশা বদলায় না। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলঙ্গনায় বিজেপি মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছে। অনেকদিন ক্ষমতায় থাকলে মানুষের আস্থা কমে যায়। সেই ট্রেন্ডও ভেঙে দিয়েছে বিজেপি। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহারে আগের থেকে বেশি ভোটট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি।গত দেড়-দু বছরে বিজেপির উপর মানুষের ভরসা আরও বেড়েছে। বিধানসভা থেকে শুরু করে সর্বত্র বিজেপির স্ট্রাইক রেট আগের থেকে বেশি। তিনি নিতিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন - আমাদের আদর্শ হল নিজের থেকে দল বড় ও দলের থেকে দেশ বড়।

(২ পাতার পর)

রাজ্য বিজেপির শাখায় ব্রাত্য হচ্ছেন কি শুভেন্দু ?

নেতাদেরই দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মাথায় বসিয়ে তিনি বোঝালেন, দলের শাখা সংগঠনের নিয়ন্ত্রণও তাঁরই হাতে। প্রসঙ্গত ভোটের আগেই অভিজ্ঞ নেতৃত্বকে মোর্চাগুলির দায়িত্ব দিয়ে মোর্চার কাজকে সক্রিয় করাই লক্ষ্য। তবে শমীক নিজে পদে আসার পর দিলীপ ঘোষকে সক্রিয় করার বার্তা দিলেও এখনও কোনও পদে তাঁকে দেখা গেল না..? সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

(১ম পাতার পর)

আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট।

বাংলার রাজনীতিতে ৩৪ বছরের বাম জামানার পতনে ও রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সিঙ্গুর জমি আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। হুগলির সিঙ্গুর থেকে টাটা বিদায়ের ১৮ বছর পর রবিবার সেই নিস্ফলা জমিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক জনসভা ও সরকারি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদি।

সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার জমিতে এই প্রথম বিজেপির এত বড় কর্মসূচি হয়, যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষভাবে তাৎপর্য বহন করে বলে মনে করছে রাজনীতিক মহল।

সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে মোদি এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করেন। সেই সঙ্গে তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন।

এদিন মোদি বলেন, "বিকশিত ভারতের জন্য পূর্ব ভারতের বিকাশ জরুরি। সেই কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছে। বিকাশের জন্য আজ একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করলাম, উদ্বোধন করলাম। গতকাল (শনিবার) দেশের প্রথম বন্দেভারত স্লিপার বাংলা থেকে চালু হল। আজ একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু করলাম। তার মধ্যে একটা ট্রেন আমার সংসদীয় এলাকা বারাণসীকে জুড়ছে।"

ভারতের বস্ত্র ও বয়ন ক্ষেত্র সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২০ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বস্ত্র ও বয়ন ক্ষেত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং- এর লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন। নিছক ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প থেকে এই ক্ষেত্রটি ক্রমে কর্মসংস্থানের সহায়ক এবং মানবকেন্দ্রিক বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। সেই আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে ওই নিবন্ধে – যা আত্মনির্ভর ভারতের প্রকৃত ভাবধারাকেই তুলে ধরে। পিএম মিত্র পার্ক, পিএলআই প্রকল্প এবং নতুন একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কল্যাণে বস্ত্র ও বয়ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা বিশদে তুলে ধরা হয়েছে নিবন্ধটিতে।

ভাঙচুর-তাণ্ডব-আগুন ! রাজ্য সরকারকে এই কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : উত্তপ্ত লালবাগ, দুর্গাপুরে S D O দফতরে ধুন্ধুমার, চাকুলিয়ায় BDO অফিসে তাণ্ডব , ফারাক্কায় BDO অফিসে ভাঙচুর । এসআইআর শুনানিতে হয়রানির অভিযোগ তুলে সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়েছে অশান্তি। জেলায় জেলায় বিশৃঙ্খলা। ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি।S I R পর্বেই যদি পরিস্থিতি এমন হয়, তাহলে ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে ঙ্গে কিংবা ভোটের সময় কী হবে? হিংসা আরও ছড়াবে? পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে? আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ।SIR চলছে । তাতেই এই পরিমাণ অশান্তির ছবি। ভাঙচুর-তাণ্ডব-আগুন দিকে দিকে। এই আবহে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের SIR সংক্রান্ত একের পর এক নির্দেশে যখন ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন, তখন আইন শৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। SIR চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারকেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতিদের নির্দেশ, শান্তি বজায় রাখতে, এসআইআর সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পর্যাপ্ত কর্মী ও পুলিশ মোতায়েন

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আইনজীবী খুন মামলায় বিচার শুরু চিন্ময় প্রভুর

আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ খুনের মামলায় চার্জ গঠন করা হল চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে। এই আবহে এবার তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হবে বিচার। ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের আদালতে চিন্ময় প্রভুকে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের অন্দরে কালো ছাতা দিয়ে ঢেকে এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চিন্ময় প্রভুকে।এরপর ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের আদালতে বাইরে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে জড়ো হয়েছিলেন চিন্ময় প্রভুর গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানাতে। সেই জনতার ওপর নির্বিচারে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে এই সংঘর্ষে এক আইনজীবী খুন হন। সেই খুনের ঘটনায় আশেপাশের এলাকার বহু হিন্দু যুবককে নির্বিচারে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের হয়ে কোনও আইনজীবী যাতে মামলা না লড়েন, তার জন্যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চিন্ময় প্রভুর বিচার কতটা সুষ্ঠ হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

তাঁকে ঘিরে ছিল বহু পুলিশ। এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেসব অভিযুক্তরা জবানবন্দি দিয়েছেন, তাঁদের কারও বক্তব্যেই চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই খুনের ঘটনার সময় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে চিন্ময় প্রভু কোনওভাবেই এই মামলায় জড়িত নন এবং তাঁকে হেনস্থা করতেই এই মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর আইনজীবীর।

উল্লেখ্য, আলিফ খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত করা হয়েছে চিন্ময় দাসকে। মামলায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ৩৯। তার মধ্যে জেলে আছেন ২২ জন। এই মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল ২০২৫ সালের জুলাই মাসেই। চিন্ময় প্রভুর অনুগামী এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বহু হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ঘটনার দিন চট্টগ্রাম আদালত ভবনের মূল ফটকের বিপরীতে রঙ্গম সিনেমা হল-সংলগ্ন বান্ডিল রোড সেবক কলোনি এলাকার একটি গলিতে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে। আদালতে ভাঙচুরের প্রতিবাদে নাকি বেশ কয়েকজন আইনজীবী সেদিন মিছিল করে বান্ডিল রোডে গিয়েছিলেন। সেই সময় সশস্ত্র লোকজন তাঁদের ধাওয়া করেছিল। তখন হোঁচট খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন সাইফুল। এরপরই তাঁর ওপর চড়াও হয় অনেকে। তবে চিন্ময় প্রভু নিজে সেই সময় ছিলেন প্রিজন ভ্যানে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে সমাবেশ করেছিল বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। সেই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুও। সেই সমাবেশেই নাকি তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছিলেন। এই অভিযোগেই চট্টগ্রামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। যদিও পতাকা অবমাননার যে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের পতাকার ওপরে গেরুয়া পতাকা টাঙানো হয়েছিল। যদিও দুটি পতাকা পৃথক স্তম্ভে ছিল। এবং চিন্ময় প্রভু নিজে কোনও পতাকাই লাগাননি। বাংলাদেশে জাতীয় পতাকার ওপরে একই লাঠিতে আইএস-এর পতাকা লাগিয়ে বহু মিছিল করেছে কট্টরপন্থীরা। তবে তাদের নামে কোনও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়নি। তবে ২০২৪ সালে ৩১ অক্টোবর চিন্ময় দাস-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন বিএনপি নেতা। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেফতার করে ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। এরপর তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনত্রিশতম পর্ব)

নিঃসৃত বাক্যও যেন মধুর হয় এবং জীবনও মধুর সংগীতময় হয় এ কারণেই মায়ের হাতে বীণা।হিন্দুদের দেবী হয়েও বৌদ্ধ বা জৈনদের কাছ থেকেও পূজা পেয়েছেন সরস্বতী। অনেক বৌদ্ধবিহারেও সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায়। জৈনদের ২৪ জন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অনন্যা মা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভাঙচুর-তাণ্ডব-আগুন !
রাজ্য সরকারকে এই কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

করতে হবে। এই বিষয়টি জেলাশাসক ও DGP-কে নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে প্রশাসনকে।

সোমবার নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পর্কে বলেন, কমিশন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অসহযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এই বলে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে কমিশনের তরফে আর্জি জানানো হয়, শুনানির সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না, আমরা কোনও হিংসা চাই না। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। আদালত বলে পর্যাপ্ত কর্মী ও পুলিশ মোতায়েনের বিষয়ে জেলাশাসকদের নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি DGP-কেও নিশ্চিত করতে হবে যে কোথাও যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বজ্র যোগিনী।। রত্নসম্ভব-কুলের এই দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। এক লক্ষ জপ করিলে দেবী সিদ্ধ হন এবং সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইঁহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দু দেবী ছিন্নমস্তার মত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সুপ্রিম-'জয়ের' পর সিইও দফতরে গেল মেইল! সময় চাইল অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দফতরে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়েই সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার বড় জয়ের পর সিইও দফতরে সময় চেয়ে আবেদন-মেইল পাঠিয়েছে তৃণমূল।তিনি বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বলেছেন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির লিস্ট রিলিজ করতে হবে। বিচারপতিরাও বলেছেন বিএলএ-২ রা হিয়ারিংয়ে থাকবে। এর সঙ্গে যাঁরা হিয়াংরিংয়ে যাচ্ছে তাদের রসিদ দিতে হবে।' পাশাপাশি, বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির এসআইআরের খেলা শেষ। আমাদের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার যাঁরা কেড়ে

নিতে চেয়েছে তাঁদের দুই গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব, তৈরি থাকো।'কিন্তু আচমকা এই মেইলের কারণ কী? সিইও-র সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে চান অভিষেক? সংশ্লিষ্ট মেইলে সেই সংক্রান্ত কিছু স্পষ্ট করে লেখা নেই। শুধু বলা হয়েছে, কয়েকটি 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে' আলোচনার জন্যই সিইও দফতরে যেতে চলেছে অভিষেক নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর, বাংলার ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জনকে মাথায় রেখেই এই সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছে তৃণমূল। গত ৩১ ডিসেম্বর দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিষেক। সঙ্গে ছিল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

সেই সাক্ষাতের পরেই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির' নামে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। এমনকি, তারপরেই তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে বুথস্তরের এজেন্ট বা বিএলএ-২-দের শুনানি কেন্দ্রে থাকতে দেওয়ার দাবি তুলতে দেখা যায়। সোমবার সেই দাবিতেই কার্যত গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। এসআইআর শুনানি পর্বে প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সাফ নির্দেশ, ভোটার চাইলে বিএলএ-২ দের নিয়ে যেতে পারবেন। তারপরই বারাসতের সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক।

যৌথ বিবৃতি: সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান আজ ভারত সফরে আসেন। গত ১০ বছরের মধ্যে এটি তাঁর পঞ্চম ভারত সফর, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তৃতীয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রাষ্ট্রপতি নাহিয়ান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যালোচনা করেন। গত এক দশকে ভারত - সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব ক্রমশই নিবিড় হয়ে উঠছে বলে মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

গত দু'বছরে আবুধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং দুবাইয়ের যুবরাজ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রশিদ আল মাখতুমের ভারত সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতাকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত করেছে বলে মন্তব্য করেন দুই নেতা। তাঁরা ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজিত বিনিয়োগ সম্পর্কিত উচ্চস্তরীয় টাস্কফোর্সের বৈঠক এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত ষোড়শ ভারত – সংযুক্ত আরব আমিরশাহী যৌথ কমিশনের বৈঠক ও পঞ্চম কৌশলগত বার্তালাপের ফলাফলকে স্বাগত জানান। ২০২২ সালে সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মমতার বিরুদ্ধে আসরে এবার সেনা, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে কী দাবি জানালেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। কারণ অভিযোগ উঠেছে, একজন উর্ধ্বতন সেনা কর্তা ফোর্ট উইলিয়ামের কমান্ড ঘাঁটি ব্যবহার করছেন এবং বিজেপির নির্দেশে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাজ করছেন।এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ তুলেছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমার কাছে তথ্য আছে যে, ফোর্ট উইলিয়ামের একজন কমান্ড্যান্ট বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য এসআইআরের কাজ করছেন। তিনি সেখানে বসে বিজেপি পার্টি অফিসের কাজ করছেন। আমি তাঁদের হাত জোড় করে অনুরোধ করছি যেন তাঁরা এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকেন।' বিতর্ক এই মন্তব্য নিয়েই। কদিন আগে এই অভিযোগ নিয়ে রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করে হলে সিভি আনন্দ বোস বলেছিলেন, 'প্রথমে আমাকে নিজের মতো করে যাচাই করতে দিন যে তিনি কী বলেছেন। যদি এটি কোনও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে আমি অবশ্যই হস্তক্ষেপ করব।'এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উপর নির্বাচন কমিশনের কাজের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই গতকাল সিলমোহর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে তালিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এমনকী ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নামের ক্ষেত্রে যে লজিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন তত্ত্ব নির্বাচন কমিশন চাউর করছিল তার তালিকাও প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। যে দাবি বারবার করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আসরে নামল সেনাবাহিনী। যদিও রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে কী ঘটেছিল তার বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি। লোক ভবনের একজন কর্তা বলেছেন যে, রাজ্যপাল বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন এবং কেন্দ্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন।

অন্যদিকে রাজ্যপালের সঙ্গে সেনাবাহিনীর দু'জন কর্তা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এসে দেখা করেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর তোলা অভিযোগ জমা দিয়েছেন রাজ্যপালের কাছে। এই বৈঠক নিয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআইকে রাজভবনের এক অফিসার বলেছেন, 'সেনা কর্তারা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ। যেখানে বলা হয়েছে যে, ফোর্ট উইলিয়ামে থাকাকালীন সেনাবাহিনীর একজন কমান্ড্যান্ট বিজেপির হয়ে কাজ করছিলেন।' সংশ্লিষ্ট সেনা কর্তার পরিচয় গোপন রেখে মুখ্যমন্ত্রী ১৩ জানুয়ারি দাবি করেন যে, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য কমান্ড বেস ব্যবহার করছেন।

(৫ পাতার পর)

যৌথ বিবৃতি: সংযুক্ত আরব আমিশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফর

হওয়ার পর থেকে দু'দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বৃদ্ধি এসেছে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০৩২ সালের মধ্যে এই পরিমাণকে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন দুই নেতা।

এক্ষেত্রে দু'দেশের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ অর্থাৎ এমএসএমই-কে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। এমএসএমই পণ্যগুলি যাতে মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার বাজারে পৌঁছতে পারে, সেজন্য 'ভারত মার্ট', 'ভার্চ্যুয়াল ট্রেড করিডর' এবং 'ভারত – আফ্রিকা সেতু'র মতো প্রধান উদ্যোগগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান দুই নেতা।

২০২৪ সালে যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার সুবাদে দুই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মসৃণ প্রভাবে দুই নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন। গুজরাটের ঢোলেরায় একটি বিশেষ বিনিয়োগ অঞ্চল গড়ে তুলতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সম্ভাব্য অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনাকে তাঁরা স্বাগত জানান। প্রস্তাবিত এই অংশীদারিত্বে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পাইলট প্রশিক্ষণ স্কুল, একটি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি কেন্দ্র, একটি গ্রিনফিল্ড বন্দর, একটি স্মার্ট টাউনশিপ, রেল সংযোগ, বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর মতো বেশ কিছু প্রধান কৌশলগত পরিকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম এনআইআইএফ পরিকাঠামো তহবিলের সাফল্য তুলে ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০২৬ সালের নির্ধারিত দ্বিতীয় পরিকাঠামো তহবিলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সম্পদ তহবিলগুলিকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। গিফট সিটি'তে ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই নেতা। এরফলে, এটি একটি শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন। ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাঙ্কের

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

শ্রাবন্তীর নামে এ কী বললেন শুভশ্রী?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড বলুন আর বলিউড— সুন্দরী অভিনেত্রীদের ক্যাটফাইট চোখে পড়বেই পড়বে। এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন, নায়িকারা কখনো ভালো বন্ধু হতে পারে না। তাই বলে এভাবে প্রকাশ্যে কেউ কাউকে বোকা বলে। তাও আবার জি বাংলার একটি শোতে। যদিও একসঙ্গে দুজনকে দেখা গেছে ড্যান্স বাংলা ড্যান্সে বিচারকের আসনে। তবু হঠাৎ কেন শ্রাবন্তীর নামে এসব কথা বললেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি?

সম্প্রতি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের 'অপুর সংসার' শো-তে এমন কাণ্ড হয়েছিল। যেখানে অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। আর সেখানে র‍্যাপিড ফায়ারে রাজ-পত্নীর কাছে শাশ্বত জানতে চেয়েছিলেন—অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, নুসরাত জাহান ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে কে বোকা?

কোনো কিছু না ভেবেই অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর নাম 'বোকা' হিসেবে বলে দেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। যদিও পরে তার দাবি অভিনেত্রী আসলে নাকি 'ইমোশনাল ফুল'। সত্যি কি শ্রাবন্তী 'ইমোশনাল ফুল'?

যদিও অভিনেত্রীর বারবার সম্পর্কে জড়ানো, বিয়ে এবং বিচ্ছেদের কারণে চরিত্র নিয়ে সমালোচনা কম হয় না। বরং একটু নেতিবাচক কারণেই সবসময় খবরে থাকেন শ্রাবন্তী।

তিনবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন।

শাশ্বতের 'অপুর সংসার' শোতে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আরও একটি গোপন কথা ফাঁস করে দেন শুভশ্রী। অভিনেত্রী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় শো করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই দর্শকরা তাকে শ্রাবন্তী ভেবে ভুল করেন। একইভাবে শ্রাবন্তীকেও নাকি কখনো ডাকা হয় শুভশ্রী নামে। তবে এটি বেশ পুরোনো। এমনকি তখন রাজের সঙ্গে বিয়েও হয়নি শুভশ্রীর।

এদিকে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগেই। ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রাবন্তীর ঘনিষ্ঠরাও বলে থাকেন, সম্পর্ক নিয়ে বড্ড নাকি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলেন অভিনেত্রী। যদিও বর্তমানে তিনবার ডিভোর্সের পর, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশ সতর্ক শ্রাবন্তী। পরপর বেশ বড় প্রোজেক্টের সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে— 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমা। আপাতত কাজেই মন দিয়েছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

অন্যদিকে শুভশ্রী গাঙ্গুলিও এখন পরিবার নিয়ে থিতু। একদম প্রাথমিক পর্যায়ে। তার, রাজ ও মিমির মধ্যে একটি ত্রিকোণ সম্পর্ক তৈরি হলেও বিয়ের পর দুজনেই খুব খুশি। এক ছেলে ও এক মেয়ের মা-ও এখন অভিনেত্রী। কাজের বাইরে রাজ-ইউভান আর পরিবারকে নিয়েই দিন কাটে।

'কৃশ ৪' নিয়ে ফিরে আসার আভাস হৃতিক রোশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশন প্রথমবারের মতো পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। তার বিখ্যাত 'কৃশ' ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ কিস্তি কৃশ ৪-এর মাধ্যমে পরিচালনায় আসছেন তিনি। এ ছাড়া তিনি এ সিনেমায় একাধিক চরিত্রে অভিনয় করারও পরিকল্পনা করছেন।

জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি 'কৃশ'-এর চতুর্থ কিস্তি নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের অপেক্ষার যেন শেষ নেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার নিজের জন্মদিনে 'কৃশ ৪' নিয়ে বড় ইঙ্গিত দেন এ অভিনেতা। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ৫২ বছরে পা দেন হৃতিক রোশন। বিশেষ এই দিনেই সিনেমাটিতে ফেরার আভাস

দিয়েছেন তিনি।

জন্মদিন উপলক্ষে হৃতিক রোশন নিজের শরীরচর্চার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সেই ভিডিওতে দেখা গেছে, জিমের পোশাকে শরীরচর্চায় ব্যস্ত অভিনেতা। তবে সবার নজর কেড়েছে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সেখানে বাজছিল 'কৃশ' সিনেমার জনপ্রিয় গান 'দিল না দিয়া'। ভিডিওর একদম শেষপর্যায়ে হৃতিক রোশন ক্যামেরার স্ক্রিনে 'কৃশ'-এর সেই পরিচিত মাস্ক বা মুখোশটি দেখান। তবে লিখিতভাবে কোনো ঘোষণা না দিলেও এ বার্তা নতুন সিক্যুয়েলেরই ইঙ্গিত, যা নিয়ে এখন সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে জোর গুঞ্জন চলছে।

'কৃশ ৪' নিয়ে গত বছর থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এর আগে বর্ষীয়ান অভিনেতা-পরিচালক রাকেশ রোশন জানিয়েছিলেন, চিত্রনাট্য প্রস্তুত থাকলেও মূলত বিশাল বাজেটের কারণেই সিনেমার কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছিল। বর্তমানে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে যৌথভাবে এটি নির্মিত হতে যাচ্ছে।

বলিউড নিয়ে বিরক্ত ইমরান হাশমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিরিয়াল কিসারখ্যাত অভিনেতা ইমরান হাশমি ভারতের বিনোদন জগতে ভেতরের রেষারেষি ও সহকর্মীদের সাফল্য নিয়ে হিংসাত্মক মনোভাব যেন ওপেন সিক্রেট বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুক্তি পাওয়া 'ধুরন্ধর' সিনেমার সাফল্য ও ইন্ডাস্ট্রির পরিবেশ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বলেন তিনি। অভিনেতা বলেন, বলিউডে কারও সাফল্যকে সাধুবাদ জানানোর বদলে তাকে নিচে নামানোর চেষ্টা করা হয়।

ইমরান হাশমি বলেন, কোনো সিনেমা সফল হওয়া পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্যই ইতিবাচক। সিনেমার ব্যবসায়িক সাফল্য পেলে ইন্ডাস্ট্রিতে পুঁজি বাড়ে এবং আরও নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়।

বলিপাড়ার পরিবেশ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের এখানে মানসিকতা খুবই নিচু। একটি সিনেমা সফল হলে সবাই সেটির প্রশংসা করার বদলে কীভাবে সেটিকে পেছনে ফেলা যায়, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন সবাই।

জানা গেছে, অভিনেতা ইমরান হাশমি ছেলের অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ সময় অভিনয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। পরিবারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবং ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠায় তিনি আবারও নিয়মিত পর্দায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে প্রমাণের মাধ্যমেই ক্যারিয়ারের নতুন ইনিংস শুরু করতে চান এ অভিনেতা। বর্তমানে বেছে বেছে কাজ করছেন তিনি। সম্প্রতি 'হক' সিনেমায় একজন আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের নজর কেড়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে এক সাক্ষাৎকারে ইমরান হাশমি জানিয়েছিলেন, নিজে খুব একটা হিন্দি সিনেমা দেখেন না, যা নিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল।

নেইমারের চোখে সেরা আর্দা গুলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের আগে দলে জায়গা করে নিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর পুর্নবাসনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ব্রাজিলের প্রাণভোমরা নেইমার জুনিয়র। এমন সময়ে বিশ্ব ফুটবলের বড় তারকার মুখে বড় স্বীকৃতি পেলেন রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ তারকা আর্দা গুলার। নেইমারের মতে,বর্তমান সময়ের সেরা মিডফিল্ডার বলে আখ্যা দিয়ে তুর্কি বিস্ময়ের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।

নেইমারের কাছে প্রশ্ন ছিল, বর্তমানে বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে তিনি কাকে দেখেন। এমন প্রশ্নে চমকপ্রদভাবে তার পছন্দে জায়গা পাননি ব্রাজিল জাতীয় দল কিংবা বার্সেলোনার কেউ। তিনি বেছে নিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের তুর্কি ফুটবলার আর্দা গুলেরকে।

সম্প্রতি তুরস্কের নারী ফুটবলার ও ইনফ্লুয়েন্সার আইজান ইয়ানাচের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় সান্তোস তারকা নেইমার বলেন, 'গুলের অসাধারণ একজন খেলোয়াড়। তার মধ্যে দারুণ কোয়ালিটি আছে। আমার মতে, এই মুহূর্তে সে-ই বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার।'

টেলিভিশন অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেন, গুলারের খেলার মান তাকে বর্তমান সময়ের বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডারদের কাতারে নিয়ে গেছে। কারণ গুলেরের প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও, 'বিশ্বসেরা মিডফিল্ডার' আলোচনায় সাধারণত তার নাম সবার আগে আসে না। তবে রিয়ালে গুলেরের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তার প্রতি এই প্রশংসাকে আরো জোরালো করছে।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচে ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন গুলার। এখন পর্যন্ত ক্লাবটির জার্সিতে ৮৮ ম্যাচে ১৫ গোল করার পাশাপাশি ১৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে ক্লাব ক্যারিয়ারে ১৬৯ ম্যাচে তার গোল ৩৮টি এবং অ্যাসিস্ট ৪৪টি। চলতি মৌসুমে লা লিগা, কোপা দেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে তিনি খেলেছেন ২৭ ম্যাচ। করেছেন ৩ গোল ও দিয়েছেন ৮টি অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে তার বোঝাপড়াও রিয়ালের আক্রমণভাগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

গুলেরকে সেরা বলায় স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়েছেন অনেক নামী মিডফিল্ডার। বার্সেলোনার পেদ্রিকে অনেকেই বর্তমান বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার মনে করেন। এছাড়া নেইমারের তালিকায় জায়গা হয়নি পিএসজির ভিতিনিয়া, লিভারপুলের অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যানচেস্টার সিটির রদ্রি, কিংবা এসি মিলানের অভিজ্ঞ লুকা মুদ্রচেরও। এমনকি রিয়াল মাদ্রিদের আরেক তারকা জুড বেলিংহামকেও অনেকে বর্তমানে বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার মনে করেন।

ইনজুরিতে মৌসুম শেষ কনর ব্র্যাডলির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর বড় এক ধাক্কা খেয়েছে লিভারপুল। ম্যাচে বাম হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলেন তরুণ ডিফেন্ডার কনর ব্র্যাডলি। একপর্যায়ে তাকে মাঠ থেকে যেতে হয়।

তবে হাঁটুর গুরুতর চোটে ঘরোয়া মৌসুমের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন কনর ব্র্যাডলি। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলো হয়েছে, অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্টের (এসিএল) চোট নয় এটি। সামনেই ব্র্যাডলির অস্ত্রোপচার করা হবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী বিশ্বকাপে যদি খেলার যোগ্য অর্জন করে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, তবে সেখানে ব্র্যাডলির খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এদিকে ব্র্যাডলিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য পরে দুঃখপ্রকাশ করেন আর্সেনালের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মার্তিনেল্লি। ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমানোর পর থেকে লিভারপুলের প্রথম পছন্দের রাইট-ব্যাক হয়ে ওঠেন ব্র্যাডলি। চলতি মৌসুমে লিগে ১২ ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলেন তিনি।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে ২১ ম্যাচ লিভারপুলের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্র্যাডলি। তাকে হারানো অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির জন্য অনেক বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে।

তবে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ভালো অবস্থায় নেই লিভারপুল। ২১ ম্যাচে ১০ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে চতুর্থ স্থানে আর্না স্লটের দল। তাদের চেয়ে ১৪ পয়েন্ট বেশি শীর্ষে থাকা আর্সেনালের।

রাফিনিয়ার জোড়া গোলে ক্লাসিকো জিতে সুপার কাপ বার্সেলোনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ে আবারও রিয়ালকে হারাল বার্সেলোনা। সুপার কোপায় রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে আবারও শিরোপা জিতল হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

জেদ্দায় সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল ও বার্সার লড়াইটা চলল সমানে সমান। যদিও ম্যাচের ৩৫ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য ছিল। গোলের সূচনা করেন রাফিনহা। ৩৬তম মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা।

নাটকটা হয়েছে প্রথমার্ধে বাড়ানো সময়ে। ৫ মিনিটে দুই দল তিনটি গোল করে। প্রথম যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে রিয়ালকে সমতায় ফেরান ভিনিসিউস। ডি-বক্সে ঢুকে বার্সার দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে চমৎকার এক গোল করেন তিনি।

তার দুই মিনিট পরই পেদ্রির পাস থেকে বার্সাকে আবারও লিড এনে দেন লেভানডোভস্কি। তবে থেমে থাকেনি রিয়াল, প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার

আগেই দলকে সমতায় ফেরান তরুণ স্ট্রাইকার গঞ্জালো গার্সিয়া।

৭১তম মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারত বার্সেলোনা। ১০ গজ দূর থেকে স্লাইডে ইয়ামালের নিচু শট ঠেকিয়ে দেন কোর্তোয়া। এক মিনিট পরই তৃতীয় গোলের দেখা পায় কাতালান দলটি। বক্সের ভেতর স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে রাফিনহার শট আসেন্সিওর পায়ে লেগে জালে জড়ায়। বার্সেলোনার হয়ে সবশেষ পাঁচ ম্যাচে রাফিনহার সপ্তম গোল এটি।

শেষ সময়ে দারুণ কিছু সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। তবে তাদের হতাশ করেন বার্সা গোলরক্ষক। ফ্লিকের কোচিংয়ে বার্সেলোনার চতুর্থ ট্রফি এটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR